দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JUL 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাসিনাকে গ্রেফতার ও খালেদার প্রতি আচরণের প্রতিবাদ

ঢাবি শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতি পালন

ছাত্র ধর্মঘট পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রতি হয়রানিমূলক আচরণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ডাকে গতকাল (রোববার) স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। একই ইস্যুতে গত শনিবার কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচী পালন করেন শিক্ষকরা। এদিকে শেখ হাসিনার মুক্তির দাবীতে ছাত্রলীগের ডাকা ছাত্র ধর্মঘটে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। তবে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার এবং খালেদা জিয়ার প্রতি

পৃঃ ৮ঃ কঃ ৮

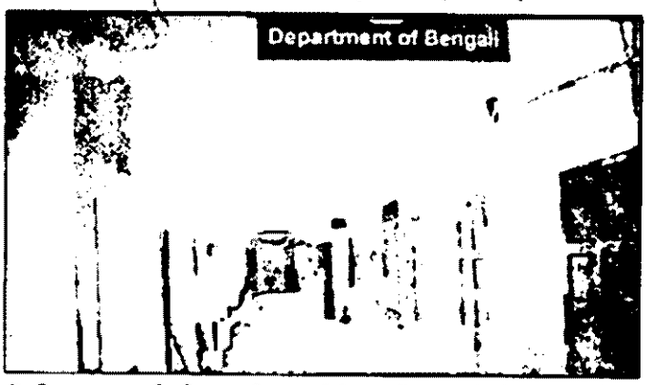

ইনকিলাব : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অর্ধদিবস কর্মবিরতি এবং ছাত্রলীগের ধর্মঘটের কারণে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়রানিমূলক আচরণের প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভা থেকে দু'দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে গতকাল শিক্ষকরা অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন। কর্মবিরতিকালে কলাভবন, কার্জন হল ও সামাজিক বিজ্ঞান ভবনে কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে বাণিজ্য অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষদের ডীন প্রফেসর সিরাজুল ইসলামসহ অন্য শিক্ষকরা ক্লাস নেন। পরীক্ষা আওতামুক্ত থাকায় গতকালের নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, গতকাল বেশকিছু বিভাগীয় অফিসও খোলা হয়নি। কর্মবিরতি সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুধু পথনির্দেশনা দেন। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারকে একটি বার্তা দেয়া হয়েছে মাত্র। তিনি প্রত্যাশা করেন আর কোন কর্মসূচী দিতে হবে না। তবে কর্মসূচীর প্রয়োজন হলে সমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই দেয়া হবে। সাদা নীল পৃথকভাবে কোন কর্মসূচী দেয়া হবে না। যাতে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন দেখা না দেয়। আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবী করে তিনি বলেন, আইন উপদেষ্টা সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু পক্ষপাতমূলক মন্তব্য করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। তাই অনতিবিলম্বে তার পদত্যাগ করা উচিত।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর সদরুল আমিন বলেন, কর্মসূচী পালিত হয়েছে। তিনি বলেন, যদি পরবর্তীতে যে কোন কর্মসূচী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেই দেয়া হবে। ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর হোসেন মনসুর বলেন, সরকার যে লক্ষ্য নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল সে লক্ষ্য থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। তাদের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে '৭১ এবং '৯০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে ধরনের আন্দোলন করেছিল সে ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। কর্মসূচীর প্রথমদিনে গত শনিবার কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্লাসে যান শিক্ষকরা। যাতে রঙ ভুলে অধিকাংশ শিক্ষক ব্যাপকভাবে সাড়া দেন।

এদিকে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং মুক্তির দাবীতে ছাত্রলীগের ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত না হলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল হয়েছে বলে জানান ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন। তিনি বলেন, প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেও আমরা সফলভাবে ধর্মঘট পালন করেছি। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রলীগ মিছিল করেছে। শেখ হাসিনার গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত শুক্রবার তিন ... কর্মসূচী ঘোষণা করে ছাত্রলীগ। একই ... আগামীকাল (মঙ্গলবার) জেলায় জেলায় এবং ... উপজেলায় থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচী